# দুঃখী উম্মতের প্রতি
# সমবেদনা

29-August-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ ت অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং হাত মিলায় আর **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তি ও পরবর্তি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস নং-২৯৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

**(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

## দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন বিশেষকরে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উম্মদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর একটি খান্দানের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন

এক রাতে আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মদীনা মুনাওয়ারার পরিদর্শন করছিলেন, এমন সময় একটি তাবুতে দৃষ্টি পরলো, যখন নিকটে এলেন তখন তিনি কারো কষ্টে লিপ্ত হওয়ার আওয়াজ শুনলেন, এই তাবুর বাইরে একজন লোক বসে ছিলো। তিনি সালাম করার পর কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারলেন যে, সে যুগের খলিফার সাথে দেখা করতে এসেছে তবে সে জানেনা যে, যুগের খলিফা এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যাই হোক সে বললো যে, তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা এবং সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন এবং নিজের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে বললেন: তুমি কি

সাওয়াব অর্জন করতে চাও, **আল্লাহ পাক** তা স্বয়ং তোমার নিকট পাঠিয়েছে? তিনি আরয করলেন: হুযুর! কি ব্যাপার? হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুখ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: একজন মহিলার সন্তান প্রসবের সময় সন্নিকটে এবং তার নিকট কেউ নেই। আরয করলো: যদি আপনি সন্তুষ্ট হন তবে যাবো। বললেন: ঠিক আছে, তুমি প্রয়োজনিয় জিনিষপত্র নিয়ে নাও। যখন সেখানে পৌছঁলেন তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর স্ত্রীকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং সেই লোকের পাশে বসে গেলেন। তাকে বললেন: আগুন জ্বালাও। সে আগুন জ্বালালো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাতিল এর উপর রেখে দিলেন। যখন রান্না হয়ে গেলো তখন অপরদিবে সন্তানের জন্মও হয়ে গেলো, তাঁর স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ভেতর থেকে আওয়াজ দিলেন: **হে আমীরুল মুমিনিন!** আপনার সাথীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিন। যখনই সেই ব্যক্তি **"আমীরুল মুমিনিন"** শব্দটি শুললো তখন ভয় পেয়ে গেলো এবং বিনয়ের সহিত সামান্য পেছনে গিয়ে বসে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "যেমন বসে ছিলে তেমনই বসে থাকো।" অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাতিল উঠিয়ে নিজের স্ত্রীকে দিলেন এবং বললেন: মহিলাটিকে পেট ভরে খাওয়ান। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই ব্যক্তিকেও খেতে দিলেন এবং বললেন: কাল সকালে আমার নিকট আসবে আমি তোমার প্রয়োজনাদী পূরণ করে দিবো। যখন সেই ব্যক্তি সকালে তাঁর নিকট এলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই শিশুর ভাতাও (ব্যয়) নির্ধারন করলেন এবং তাকেও মালপত্র দান করলেন। **(আত তাবসারাতি, ১/৪২০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনার শুনলেন তো যে, আমীরুল মুমিনিন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিভাবে **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের একজন দুঃখপীড়িতকে সহযোগীতা করলেন, নিজের তত্তাবধানে আগুন জ্বালালেন, নিজের হাতে পাতিল তুললেন এবং খাবারের ব্যবস্থা করলেন, অতঃপর নিজেই খাবার বের করে নিজের সম্মানিতা স্ত্রীর মাধ্যমে সেই মহিলার জন্য পাঠিয়ে তার কষ্ট লাঘব করলেন।

মনে রাখবেন! এনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার সামনে থেকে শয়তারও পালিয়ে যায়। **(বুখারী, কিতাবু ফযায়িলে আসহাবিন নবী, ২/৫২৬, হাদীস নং-৩৬৮৩)** ইনি হলেন

সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যাকে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মুবারক জবানে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দান করেন। (বুখারী, ২/৫২৫, হাদীস নং-৩৬৭৯) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার সম্পর্কে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই দোয়া করেছিলেন: হে দয়ালূ আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামের সম্মান দান করো। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ফযলে ওমর, ১/৭৭, হাদীস নং-১০৫) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যিনি এতিম এবং অসহায় লোকের কল্যাণের জন্য রাত জেগে পরিদর্শন করতেন। (ফয়যানে ফারুখে আযম, ১/৮৮) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার রায় অনুযায়ী কোরআনে করীমের আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হয়। (তারিখুল খোলাফা, ৯৬ পৃষ্ঠা। আস সিওয়ায়িকুল মাহরাকাতি, ৯৯ পৃষ্ঠা) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার বাণী: لَوۡمَاتَتۡ شَاۃٌ عَلٰی شَطِّ الۡفُرَاتِ ضَائِعَۃً لَظَنَنۡتُ اَنَّ اللّٰہَ سَائِلِیۡ عَنۡھَا یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ অর্থাৎ যদি ফোরাত নদীর তীরে ছাগলের বাচ্চাও পিপাসার্ত মারা যায় তবে আমি এ ব্যাপারে **আল্লাহ পাক** আমার নিকট হিসাব নিয়ে নেয়ার প্রতি ভয় করি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৮৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ! এতই উচ্চ শান ও শওকতের পরও হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মতের কল্যাণ এবং চাহিদা পূরণ করতেন। সুতরাং যদি আমাদের কোন মুসলমান ভাই কোন কষ্টে লিপ্ত হয় বা যেকোন ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে এবং আমরা তার দুঃখ দূর করার প্রতি ক্ষমতাবান হই তবে আমাদেরও ফারুকে আযমের জীবনির প্রতি আমল করে আপন মুসলমান ভাইকে সহযোগিতা করা উচিৎ। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উম্মতের কল্যাণ কামনার আরো ঘটনাবলীও আমরা শুনবো কিন্তু এর পূর্বে আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি।

## ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

❁ তাঁর উপনাম **"আবু হাফস"**, উপাধি **"ফারুকে আযম"** এবং নাম **"ওমর"**। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলমানেরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং তাদের অনেক বড় সাহায্যকারী পাওয়া গেল, এমনকি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে পবিত্র হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায

আদায় করেন। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামী যুদ্ধ সমূহে অংশগ্রহন করেন এবং সমস্ত ইসলামী অভিযান, সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উজির ও পরামর্শ দাতা হিসেবে বিশ্বস্ত সাথী ছিলেন। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খিলাফতের আসনে বসে খিলাফতের যাবতীয় দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে পালন করেন। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দেয়ার কবুলিয়্যতের ফসল ছিলেন। ❁ তাঁর মুবারক অন্তর **আল্লাহ পাকে**র নূর দ্বারা আলোকিত ছিলো। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বুদ্ধিমানদের আলোকিত প্রদীপ ছিলোন। ❁ তাঁর সাহস, বীরত্ব, বিনয় ও অনারম্বরতা, হিম্মত ও পরুষত্ব, উদ্যম ও অধ্যাবসায়, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা এবং ধৈর্য ধারণের উদাহরণ আজও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের সভ্যাসকে সুন্নাতের আদলে সাজিয়ে রেখেছিলেন। ❁ অবশেষে ফজরের নামাযের পর এক দুর্ভাগা তাঁর উপর ছুরি দ্বারা আঘাত করে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় দিন শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্টিত হন। তখন তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর ছিলো। ❁ হযরত সায়্যিদুনা ছুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁকে পবিত্র রওজা মোবারকের ভিতর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নূরানী পাশ্ব মুবারকে সমাহিত করা হয়। **(আর রিয়াদুন নদরা ফি মানাকিবিল আশরা, ১/২৮৫, ৪০৮, ৪১৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমীরুল মুমনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খোদার সৃষ্টিকে দেখাশুরা করতেন এবং তাদের সাহায্য করতেন, তাঁর পবিত্র জীবনে অসংখ্য এমন ঘটনাবলী রয়েছে যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **খোদা**র সৃষ্টির দেখাশুনা এবং তাদের সাহায্য করে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। আসুন! এসম্পর্কে কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

## ক্ষুধার্ত সন্তানের মাকে সাহায্য

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপন খাদিম হযরত আসলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সাথে নিয়ে রাতের বেলা মদীনা পাক পরিদর্শন করছিলেন, এক মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে তার ঘরে ছিলো, যে রাতের বেলা

আপন সন্তানদের সান্তনা দেয়ার জন্য পাতিলে পানি ঢেলে চুলায় তুলে দিয়ে বসে ছিলো, হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে এভাবে সাহায্য করলেন যে, নিজের কাঁধে করে খাদ্য সামগ্রী আনলেন, স্বয়ং নিজের হাতে রান্না করে সেই মহিলার সন্তানদে খাওয়ালেন, যতক্ষণ সেই শিশুরা ঘুমালো না তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেখানেই ছিলেন, যখন তারা ঘুমিয়ে পরলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেখান থেকে ফিরে এলেন।

**(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২/৪৫৩)**

## বৃদ্ধা মহিলাকে সাহায্য

হযরত ইমাম আওযায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত, একবার রাতের বেলা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার ঘর থেকে বের হলে হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে দেখে ফেললেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর পিছু নিলেন, দেখিতো আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই সময় কোথায় যাচ্ছে? হযরত ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর বাইরে এলেন এবং আরেকটি ঘরে প্রবেশ করলেন। হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই সেই ঘরটি নিহ্নিত করে রাখেলেন এবং সকালে সেই ঘরে গেলেন, তো দেখতে পেলেন যে, সেই ঘরে এক পঙ্গু ও অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা থাকেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: مَا بَالُ هٰذَ الرَّجُلِ يَأۡتِيۡكَ؟ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তোমার ঘরে কের এসেছিলো? সে বললো: সেই ব্যক্তি আমার নিকট অনেকদিন ধরে আসছে, (আমি যেহেতু পঙ্গু তাই) সে আমার ঘরোয়া কাজকর্ম করে দেয় এবং আমার কষ্ট দূর করে দেয়।

**(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওমর বিন খাত্তাব, ১/৮৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উম্মতের সমবেদনা জ্ঞাপনের কিরূপ প্রেরণা ছিলো, মুসলমানের আমীর এবং মুসলমানের খলিফা হওয়ার পরও মানুষের ঘরে গিয়ে তাদের ঘরোয়া কাজকর্ম পর্যন্ত করে দিতেন। **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকেও মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করার প্রেরণা নসীব করে এবং আমরাও মুসলমানের সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। মনে রাখবেন! কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করা এবং বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা অনেক বড়

সৌভাগ্যের বিষয়, সুতরাং নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, একত্রে বসবাসকারীসহ যেকোন মুসলমান ভাইয়ের তাকে চিনুক বা ন চিনুক, কোন বিপদে লিপ্ত হলে তবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী তাদের অবশ্যই সাহায্য করুন। এর বরকতে সাওয়াবের পাশাপাশি اِنْ شَآءَ الله একটি শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ভাবে সহযোগিতা অর্জিত হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "মুস্তাখাব হাদীসে" এর ২৩১নং পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাক "اَلدِّيْنُ نَصِيْحَةٌ অর্থাৎ দ্বীন হলো মুসলামনের কল্যাণ কামনাই।" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৬) এর আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: **"অপরের কল্যাণ কামনা করা"** এবং **"প্রত্যেক মুসলনের মঙ্গল করা"** এটা এমন এক নেকী, যদি প্রত্যেক মুসলমান নবীর এই শিক্ষাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় বানিয়ে এর উপর আমল করা শুরু করে দিন, তবেই মুসলমানদের বিগড়ে যাওয়া সমাজের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং **"মুসলিম সমাজ"** শান্তি ও আরাম এবং প্রশান্তি ও প্ররিতৃপ্তির এমন এক নমুনা হয়ে যাবে যে, দুনিয়াতেই জান্নাতের প্রশান্তির ঝলক দেখা যাবে। প্রকাশ থাকে যে, যখন প্রত্যেক মুসলমান নিজের জীবনের উদ্দেশ্য এটাই বানিয়ে নেয় যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল করবোই, তবেই সকল প্রকার ধোকা, ক্ষতিম অত্যাচার, হিংসা, ঝগড়া বিবাদ, শত্রুতা, ঘৃণা, মন্দ চাওয়া এবং কষ্ট দেয়ার মতো সকল মন্দ অভ্যাস চলে যাবে এবং প্রত্যেক মুসলমান আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য উপকার প্রদারকারী কাজ ছাড়া কোন কিছুই করবে না, কিছু ভাববে না, না কোন মুসলমান কোন মুসলমানের সাথে ধোকাবাজি করবে, না চুগলি করবে, না গীবত করবে এবং না অপবাদ লাগাবে, না অত্যাচারের কোন কিছুই নিজের মনে আসতে দিবে, না কোন সুচারু কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বরং সে সবার কল্যাণ চাইবে এবং সবার সাথে মঙ্গলই করবে। যার কুদরতি সুফল এটাই হবে যে, লোকেরাও তার কল্যাণ কামনা ও মঙ্গল করবে এবং সেও সকল ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে আর সর্বদা তার মঙ্গলই হতে থাকবে। (মুস্তাখাব হাদীসে, ২৩১ পৃষ্ঠা)

## কল্যাণ কামনার সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কল্যাণ কামনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: পরিভাষায় কারো নির্ভেজাল কল্যাণ কামনা করা যাতে মন্দ চাওয়ার সন্দেহও যেনো না থাকে বা একনিষ্ঠ ভাবে কারো মঙ্গল চাওয়াই কল্যাণ কামনা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৫৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মুসলমানদের কল্যাণ কামনার অনেক পর্যায় রয়েছে, যেমন; মুসলমানের সহিত নম্রতা ও সুন্দরভাবে সাক্ষাত করা, তাদের আর্থিক সহযোগিতা করা, তাদের দুঃখ লাঘব করা, কাপড় পরিধান করানো, তাদের খাওয়ানো, তাদের আরাম ও প্রশান্তি দান করা, তাদের প্রয়োজনাদী পূরণ করা, শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করা বা করিয়ে দেয়া, বিগড়ে যাওয়াদের সরল পথ দেখানো, মোটকথা যেকোন ভাবে আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মঙ্গল করা সাওয়াবের কাজ। আফসোস! আজকাল লোকেরা **“চাচা আপন প্রাণ বাঁচা”** এর অধিনে শুধুমাত্র নিজের ব্যাপারাদী সমাধানের চিন্তায় থাকে। ✳ তাদের আশেপাশে কতযে মুসলমান কোন না কোন কষ্টে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু এতে তাদের কোন অনুভূতি নেই। ✳ অনেকে নিজের পরিচিতি নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশি ইত্যাদির মাঝে কতযে লোক অভাবি এবং বিভিন্ন কষ্টে লিপ্ত আছে কিন্তু তাতে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ✳ কতযে অসুস্থদের রাতের ঘুম এবং দিনের প্রশান্তি না থাকার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এর প্রতিও অধিকাংশের কোন মনযোগই নেই।

মনে রাখবেন! একজন উত্তম মুসলমান সেই, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তাই আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে। আসুন! নিজের মাঝে দুঃখী উম্মতে কল্যাণ কামনার প্রেরণা জাগ্রত করতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

## কল্যাণ কামনার ফযীলত

১. ইরশাদ হচ্ছে: মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করে থাকো, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অপরের জন্যও অপছন্দ করো, যখন তোমরা কথা বলবে তখন ভাল কথা বলো বা চুপ থাকো।

**(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে মুয়াজ বিন জাবাল, ৮/২৬৬, হাদীস নং- ২২১৯৩)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের দ্বীনের উপর থাকে, যতক্ষণ আপন ইসলামী ভাইয়ের কল্যাণ চায় এবং যখন তার কল্যাণ কামনা থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন তার থেকে তৌফিকের নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়।

**(ফিরদাউসুল আখবার লিল দায়লামী, ২/৪২৯, হাদীস নং-৭৭৬৬)**

৩. ইরশাদ হচ্ছে: দ্বীন হলো মুসলমানদের কল্যাণ কামনাই, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কার জন্য? ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাকে**র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম এবং জনসাধারণের জন্য।

**(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানিদ দ্বীনিন নসীহাতি, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৬)**

বর্ণনাকৃত সর্বশেষ হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ✲ **আল্লাহ পাকে**র জন্য নসীহত (কল্যাণ কামনা) হলো যে, ✲ **আল্লাহ পাকে**র স্বত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা পোষণ করা, ✲ একনিষ্ঠতার সহিত **তাঁর** ইবাদত করা, ✲ **তাঁর** প্রিয়দের ভালবাসা, ✲ (**তাঁর**) শত্রুদের শত্রুতা পোষণ করা, ✲ **তাঁর** সম্পর্কে নিজের আক্বীদা বিশুদ্ধ রাখা। ✲ **কিতাবুল্লাহ** অর্থাৎ কোরআনে মজীদের নসীহত হলো যে, ✲ তা **কিতাবুল্লাহ** (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র বাণী) হওয়ার প্রতি ঈমান রাখা, ✲ এর তিলাওয়াত করা, ✲ এতে সক্ষমতা অনুযায়ী (নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী) চিন্তা ভাবনা করা, ✲ এর উপর বিশুদ্ধ আমল করা, ✲ **আল্লাহ পাকে**র রাসূল অর্থাৎ **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নসীহত (কল্যাণ কামনা) হলো যে, ✲ তাঁকে সকল নবীদের সর্দার মানা, ✲ তাঁর সমস্ত গুণাবলী স্বীকার করা, ✲ সম্পদ ও প্রাণ এবং সন্তান সন্ততি থেকে বেশি তাঁকে ভালবাসা, ✲ তাঁর বাধ্য ও আনুগত্য করা, ✲ তাঁর আলোচনা বৃদ্ধি করা, ✲ ইমামদের দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো ইসলামী বাদশাহ (এবং)

ইসলামী শাসক বা ওলামায়ে দ্বীন, মুজতাহিদ, কামিল আউলিয়াগণ (رَحِمَهُمُ اللهُ), ✲ তাদের নসীহত (কল্যাণ কামনা) হলো যে, ✲ তাদের সকল জায়িয আদেশ ক্ষমতা অনুযায়ী মান্য করা, ✲ মানুষদেরকে তাদের জায়িয আনুগত্য এর প্রতি ধাবিত করা, ✲ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন رَحِمَهُمُ اللهُ এর অনুসরন করা, ✲ তাদের প্রতি ভাল ধারনা পোষণ করা, ওলামাদের আদব করা, ✲ সাধারন মুসলমানের নসীহত (কল্যাণ কামনা) হলো যে, ✲ নিজের ক্ষমতা অনুসারে তাদের সেবা করা, ✲ তাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিপদ দূর করা, ✲ তাদেরকে ভালবাসা, ✲ তাদের ইলমে দ্বীন প্রসার করা, ✲ নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করা, ✲ যা নিজের জন্য পছন্দ করবে না, তাদের জন্যও পছন্দ না করা। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৫৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার অনেক ফযীলত রয়েছে, এই কারণেই আমাদের বুযুর্গদের অন্তরে উম্মতের কল্যাণ কামনা এবং সমবেদনার প্রেরণা ভরা ছিলো, সেই মহা মনিষীরা মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন এবং নিজের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতেন।

## একজন মদ্যপায়ীকে ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপদেশ

আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার সিরিয়ার একজন বাহাদুর ব্যক্তিকে (বীরকে) খুঁজলেন কিন্তু তাকে পাওয়া গেলো না, তাঁকে বলা হলো যে, সে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বার্তা লিখককে বললেন: লিখুন! মের বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের নামে! তোমার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক, আমি তোমার ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** প্রতি কৃতজ্ঞ, **যিনি** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, **যিনি** গুনাহ সমূহ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন, কঠিন শাস্তি প্রদানকারী এবং বড় নেয়ামত সম্পন্ন, **তিনি** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, **তাঁর** দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার জন্য দোয়া করলেন যে, **আল্লাহ পাক** তাকে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান করুক, তার অন্তরকে ফিরিয়ে দিক, তাকে তাওবার তৌফিক দান করুক। যখন প্রতিনিধি সেই চিঠি নিয়ে তার নিয়ে তার নিকট গেলো, সেই ব্যক্তি চিঠিটি পাঠ করে বলতে লাগলো: আমার দয়ালূ রব গুনাহ

ক্ষমাকারী, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করার ওয়াদা আমার সাথে করেছেন এবং **তিনিই** তাওবা কবুলকারী, **তাঁর** ধরা খুবই কঠোর, **আল্লাহ পাক** আমাকে **তাঁর** আযাবের প্রতি ভীত করেছেন, **তিনি** বড়ই নেয়ামত সম্পন্ন আর **তাঁর** নেয়ামত খুবই কল্যাণময়, **তিনি** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, **তাঁরই** দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সে বারবার এরূপই বলছিলো, এক পর্যায়ে অঝোড়ে কান্না শুরু করে দিলো। অতঃপর সে মদ পান করা থেকে সত্যিকার তাওবা করলো এবং তা একেবারেই ছেড়ে দিলো। যখন আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি বললেন: তোমরাও এরূপ করো, যখন তোমরা দেখবে যে, তোমাদের কোন ভাই পিছলে গেছে তখন তাকে সরল পথে আনার চেষ্টা করো আর তার প্রতি বিশেষ মনযোগ দাও, তার জন্য দোয়া করো যেনো **আল্লাহ পাক** তাকে তাওবার তৌফিক দান করুক এবং তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করিও না।

**(হিলইয়াতুল আউলিয়া, যায়িদ বিন আসাম, ৪/১০২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা এবং তাদের সংশোধন সম্পর্কে কিরূপ চেষ্টা করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুগের খলিফা এবং অনেক ব্যস্ততার পরও নিজের মজলিশে আসা এক একজন ব্যক্তির অনুপস্থিতি দ্রুত অনুভব করে তা তুচ্ছ করে দেখতেন না বরং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, যাতে যদি তার কোন সমস্যা হয় তবে তা যেনো সমাধান করে কল্যাণ কামনার সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। ধরুন যদি সে অসুস্থ হয়ে যায় তবে তার করান যাতে সে সুস্থ্য হয়ে যায়। কোন কষ্টে লিপ্ত হলে তবে তার কষ্ট লাঘব করুন। কিন্তু আহ! বার্তমানে আমাদের অবস্থা তো এমন যে, অনেকে পরের তো নয়ই, নিজের আপন ভাইয়েরাও খবর নেয় না। আমাদের সাথে উঠাবসা করে এমন, পরস্পর কাজকর্মকারী বন্ধু বা খাদিম ইত্যাদির মধ্যে কেউ অনুপস্থিত হলে তবে আমরা জানিই না যে, সে কোথায় এবং কেনো আসেনি? আর আমরা চেষ্টাও করিনা যে, তার কোন সংবাদ জেনে নিই যে, এই বেচারার কোন সমস্যা হয়নি তো? সে অসুস্থ হয়ে যায়নি তো? আহ! যদি আমরাও ফারুকি জীবনির উপর আমল এবং মুসলমানের কল্যান কামনাকারী হয়ে

যেতাম। যদি আমাদের সাথে থাকা ব্যক্তি, সাথের কলিগ, নামায আদায়কারী, নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, এলাকায়ি দাওরায় অংশগ্রহনকারী, দরস ও বয়ান শ্রবণকারী, মাদানী মুযাকারায় নিয়মিত অংশগ্রহনকারী, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনকারী মোটকথা যেকোন ইসলামী ভাই কোন দিন না আসে, তবে তার ঘরে গিয়ে বা কমপক্ষে ফোনকরে তার খবর তো জিজ্ঞাসা করে নিন। আসুন! এসম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কর্মপদ্ধতি শ্রবণ করি।

## আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানের কল্যাণ কামনা করতে থাকেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যখন কারো সম্পর্কে জানতে পারেন যে, সে কোন সমস্যায় লিপ্ত বা অসুস্থ তবে তার সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, অসুস্থ্যতার জন্য আরোগ্য এবং দুঃখ পীড়িতদের দুঃখ দূর হওয়ার দোয়া করেন, কোন মুসলমানের ইন্তিকালের সংবাদে ফোন করে বা অডিও বার্তার মাধ্যমে তার আত্মীয় স্বজনকে সহানুভুতি জ্ঞাপন করেন, মরহুমের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের দোয়া করেন, সমবেদনা জ্ঞাপন করে পরিবারের সদস্যদের নেকীর দাওয়াত এবং ধৈর্য ধারণের ফযীলত সম্বলিত টিপস প্রদান করেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যে নেককার হওয়ার পদ্ধতি প্রদান করেছেন, তাতেও এই বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন:

**পদ্ধতি নম্বর ৫৩:** আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একজন রোগী বা অসহায় ব্যক্তির ঘরে বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নাত অনুযায়ী সহানুভুতি জানিয়েছেন? এবং তাকে উপহার (চাই তা মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কোন রিসালা বা লিফলেট হোক) দেয়ার সাথে সাথে তাবীযাতে আত্তারীয়া ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন কি?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজেই মুসলমানদের সহানুভুতি জ্ঞাপন করেন না বরং তাঁর নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাও উম্মতে মুসলিমার সহানুভুতি জ্ঞাপনের প্রেরণায় ভরা থাকে, যেমনটি মাহবুবে আত্তার, হাজী যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সন্তানের মায়ের বর্ণনা হলো: মরহুম দুঃখী মানুষের প্রয়োজনিয়তা

পূরণ করা এবং আর্থিক সাহায্য করার অনেক প্রেরণা ছিলো, স্বয়ং তো গরীব ছিলেন কিন্তু সামর্থ্যবান ইসলামী ভাইদের মাধ্যমে চাহিদা সম্পন্নদের আর্থিক সমস্যা সমাধান করে দিতেন আর লোক দেখানো থেকে বিরত থাকার জন্য তা লুকানোরও সেটিং করে রাখতেন, আমার থেকেও গোপন করতেন, তবে কখনো কখনো বাইরে থেকে জানতে পারতাম। (মাহবুবে আত্তারের ১২২ হেকায়াত, ১২৩ পৃষ্ঠা)

## ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কজ "মাদানী দরস"

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মুসলমানের প্রতি সহানুভূতি প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে "ফয়যানে সুন্নাত" ১ম খন্ড এবং **"ফয়যানে সুন্নাত"** ২য় খন্ডের এই অধ্যায় দু'টি (১) **"গীবত কে তাবাকারীয়া"** এবং (২) **"নেকীর দাওয়াত"** থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক ভাবে **"মাদানী দরস"** বলা হয়।

✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও **"সালামে"**র সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **মাদানী দরস**, বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✤ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের

সেখানেও সুনাম হবে। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন কিতাব ও রিসালার পরিচিতিও প্রসার হবে।

আসুন! **"মাদানী দরস"** সম্পর্কীত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

## দরসে বসা ব্যক্তি আলিম হয়ে গেলো

সিন্ধু প্রদেশের একজন ইসলামী ভাই, যে নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলো এবং দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় মগ্ন ছিলো, এলাকার ইসলামী ভাইয়েরা তাকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে গেলো। যখন নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলো তখন একজন ইসলামী ভাই (যে মসজিদের দরজার পাশে দাড়িয়ে ছিলো) তাকে দরসে অংশগ্রহন করার দাওয়াত দিলো। তখন সে ফয়যানে সুন্নাতের দরসে বসে গেলো। অতঃপর সে ইসলামী ভাইদের ইনফিরাদী কৌশিশে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা পড়তে শুরু করলো। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করলো, যেখানে তার উৎসাহে আরো উন্নতি ঘটলো। কয়েক সপ্তাহ পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর টেলিফোনের মাধ্যমে বয়ান রিলে হলো। বয়ানের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্মিলিতভাবে তাওবা এবং বাইয়াত করালেন, তখন সেই ইসলামী ভাইও গুনাহ থেকে তাওবা করে আত্তারী হয়ে গেলো। অতঃপর সময় অতিবাহিত হতে লাগলো আর সে মাদানী পরিবেশের সাথে ওতপ্রতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মাদানী পরিবেশের বরকতে তার ফিকহী মাসআলার প্রতি আগ্রহ জন্মালো তখন সে ইলমে দ্বীন শিখার জন্য ১৯৯৯ সালে জামেয়াতুল মদীনায় (ফয়যানে ওসমান গণী, গুলিস্থারে জওহর, করাচী) ভর্তি হয়ে গেলো এবং ২০০৫ সালে আলিম হওয়াতে প্রিয় মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে দস্তারে ফযীলত স্বরূপ সবুজ পাগড়ী শরীফ বাঁধার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ঋণগ্রস্থকে সাহায্য

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা উম্মতের কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঘটনাবলী শুনছিলাম। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن উম্মতের কল্যাণ কামনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং সহানুভুতির কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দিতেন। এই কারণেই যে, সেই পবিত্র মনিষীদের ফয়যান

আজও চারিদিকে অব্যাহত রয়েছে। হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও উম্মতে মুসলিমার মহান সহানুভুতিশীলদের অন্যতম। দানশীলতা, ভালবাসা, দয়া ও মমতায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। তাঁর ধন ভান্ডারের মুখ গরীব এবং হকদার লোকদের জন্য সর্বদা খোলা থাকতো। গরীব ও মিসকিন আসলে তাঁর দরবার থেকে মালামাল হয়ে যেতো। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কক্ষে ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন। কয়েতজন দরবেশও তার পাশে বসে ছিলো। হঠাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জায়নামায থেকে উঠলেন এবং টাকার একটি থলে হাতে নিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলেন। দরবেশরাও আশ্চার্য হয়ে তাঁর পেছনে বরে হলো, বাইরে এসে দেখলো যে, কয়েকজন লোক একজন গরীব ব্যক্তিকে নিজেদের প্রদত্ত ঋণ উসূলে বিরক্ত করছে এবং সেই ব্যক্তির নিকট এক পয়সাও ছিলো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঋণদাতাদেরকে ডেকে বললেন: এই থলে নাও এবং এই ব্যক্তির নিকট যত টাকা ঋণ পাবে নিয়ে নাও। একজন ঋণদাতা নিজের প্রদত্ত ঋণ থেকে কিছু টাকা বেশি নিতে চাইলো। সাথে সাথেই তার হাত শুকিয়ে গেলো। চিৎকার করে বললো: হুযুর! ক্ষমা করে দিন, আমি বেশি নেয়া থেকে তাওবা করছি। সাথে সাথেই তার হাত ঠিক হয়ে গেলো। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁকে দোয়া করতে লাগলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরবেশদের সাথে নিয়ে ফিরে এলেন এবং বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে এই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর কাজ হয়ে গেছে। (ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, ৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শুনলেন তো আপনারা যে, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে তাদের সমস্যার সমাধান করতেন, নিজের পকেট থেকে ব্যয় করে তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন এবং তাদের খুশি উপায় সুষ্টি করতেন। কিন্তু আফসোস! এখন অনেকের অবস্থা এমন যে, ✲ তারা নিজের কাজ করানোর জন্য কখনো আপন ভাইকে কষ্ট দিয়ে থাকে তো কখনো কোন প্রতিবেশিকে, ✲ কখনো কাউকে ধমক দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেয়, তো কখনো ধোকা দিয়ে অন্যের চোখে ধুলা দিয়ে, ✲ কখনো কাউকে ধমক দিয়ে কাবু করে,

তো কাউবে মিথ্যা বলে নিজের পথ পরিস্কার করার চষ্টো করে থাখে। মোটকথা তাদের ব্যস এই চিন্তায় থাকে যে, নিজের কাজ হওয়া চাই, যদিওবা অন্যের কাজ নষ্ট হয়ে যাক।

মনে রাখবেন! দ্বীন ইসলাম মানবতার সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী এবং আপন অনুসারীদেরকেও অপরের কল্যান কামনা করা আর তাদের মঙ্গল করার শিক্ষা দেয়। মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় লিপ্ত থাকা যেমন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের কারণ, তেমনি আল্লাহর দয়া অর্জনেরও মাধ্যম। যেমনটি

**নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** বান্দাদের সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজের ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে।

**(মুসলিম, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং–৬৮৫৩)**

## মুসলমানের কল্যাণ কামনা

উম্মতের কল্যাণ কামনার প্রেরণায় আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মধ্যে একজন হযরত খাজা শামসুদ্দীন সিয়ালভী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিয়াল শরীফে তাঁর খানকার ব্যবস্থাপনাকে উচ্চ মানে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতীয়া নিজামিয়ার ফয়েযকে ব্যাপক প্রসার করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে বিশেষ লঙ্গর খানার ব্যবস্থা করেছিলেন, খানখায় আগতদের খাবার লঙ্গরে গেলে পাওয়া যেতো, শহরের গরীব ও অসহায় লোকেদের জন্য তাঁর লঙ্গরের দরজা সর্বদা খোলা থাকতো। থাকারও অনেক সুন্দর ব্যবস্থা ছিলো। সকল আগতদের জন্য খাট এবং বিছানা দেয়া হতো, যারা স্থায়ীভাবে খানকায় থাকতো তাদের কাপড়ও দেয়া হতো। **(ফয়যানে শামসুল আরেফিন, ৩৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে, হযরত খাজা শামসুদ্দীন সিয়ালভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের খানকায় মুসলমানের চাহিদা পূরণ করার এবং তাদের কল্যাণ কামনার জন্য কিরূপ উন্নত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একটু ভাবুন তো! আজ আমরা নিজের জন্য এটা পছন্দ করি যে, আমাদের যেনো কোন কষ্ট না হয়,

আমাদের সাথে সত্য বলা হোক, আমাদের সম্মান করা হোক, আমাদের হক পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা হোক, আমাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হোক, আমাদেরক নিজেদের জায়িয মর্যাদা দান করা হোক, যেভাবে আমরা এসব নিজের জন্য পছন্দ করি, আমাদের আপন মুসলমান ভাইদের জন্যও সেই জিনিষ পছন্দ করা উচিৎ। অনুরূপভাবে যখন আমরা আমাদের জন্য এটা অপছন্দ করি যে, আমাদের ধোকা দেয়া, আমাদের গীবত করা, আমাদের অপবাদ দেয়া, আমাদের সম্পদ চুরি করা, আমাদের থেকে ঘুষ নেয়া, আমাদের প্রতি অত্যাচার করা, আমাদের থেকে সন্ত্রাসী চাঁদা দাবী করা, মিশ্রিত জিনিষ খাঁটি বলে বিক্রি করা, আমাদের অসম্মান করা, যেমনিভাবে আমরা এসব নিজের জন্য অপছন্দ করি, আমাদের আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্যও সেই জিনিষ অপছন্দ করা উচিৎ এবং এরূপ জিনিষ থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## মঙ্গল কামণার বিভিন্ন পর্যায়

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এবার উম্মতে মুসলিমার মঙ্গল কামনার প্রেরণা নিজের মাঝে জাগ্রত করার জন্য উম্মতের মঙ্গল কামনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে শ্রবণ করি, যার উপর আমল করে আমরা উম্মতে মুসলিমার মঙ্গল কামণা করার মহান সাওয়াব অর্জন করতে পারি।

✲ কোন রোগীর সেবা করাই মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে রোগীকে দেখতে গেলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বসে যাবে না দয়ার সাগরে ডুব দিতে থাকে এবং যখন সে বসে যায় তখন দয়ায় ডুবে যায়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে জাবির বিন আব্দুল্লাহ, ৫/৩০, নম্বর- ১৪২৬৪) ✲ মুসলমানের কষ্ট দূর করাও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের কষ্ট থেকে তার কষ্ট দূর করে দেয়। (মুসলিম, কিতুবল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৭৮) ✲ মুসলমানের সম্মানের হিফাযত করাও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সম্মান (নষ্ট করা) থেকে বাঁধা দেয় (অর্থাৎ কোন মুসলমানের অসম্মান হতো, সে তা নিষেধ করলো) তবে

**আল্লাহ পাকের** উপর হক হলো যে, কিয়ামতের দিন তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (শরহুস সুন্নাহ, ৬/৪৯৪, হাদীস নং-৩৪২২) ✲ মুসলমানের মন খুশি করাও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফরয সমূহের পর সকল আমলের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** নিকট বেশি প্রিয় হলো মুসলমানের মন খুশি করা। (মু'জামু কবীর, ১১/৫৯, হাদীস নং-১১০৭৯) ✲ ক্ষমা করাও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** বান্দার ক্ষমা করার জন্য তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** জন্য বিনয় অবলম্বন করে, **আল্লাহ পাক** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৫৯২) ✲ নেকীর দাওয়াত এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাও মঙ্গল কামনা, হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: জান্নাতুল ফিরদাউস বিশেষ করে তাদের জন্য সাজানো হয়, যারা নেকীর আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। (তাম্বিহুল মুগতারীন, ২৩৬ পৃষ্ঠা) ✲ গরীব মুসলমানের সাহায্য করাও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করে, সে এমন যেনো সে সারা জীবন **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করলো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, ৬/১৮৯, হাদীস নং-১৬৪৫৩) ✲ ইলমে দ্বীন শিখানোর জন্য কাফেলা যাওয়াও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** জন্য ইলম শিখতে বের হয়, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয় এবং ফিরিশতা তাদের জন্য নিজেদের বাহু বিছিয়ে দেয়। (শুয়াবুল ঈমান, ২/২৬৩, হাদীস নং- ১৬৯৯) ✲ অত্যাচারিতের সাহায্য করাও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুঃখে লিপ্ত কোন মুমিনের দুঃখ দূর করলো বা কোন অত্যাচারিতের সাহায্য করলো তবে **আল্লাহ পাক** সেই ব্যক্তির জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করে দেন। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬/১২০, হাদীস নং- ৭৬৭০) ✲ ঋণগ্রস্তের সহিত নম্রতা প্রদর্শন করাও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্তকে সুযোগ দেয় বা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, **আল্লাহ পাক** তাকে দোযখের গরম থেকে নিরাপদ রাখবেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৭০০, হাদীস নং- ৩০১৭) ✲ মৃতের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানানোও মঙ্গল কামনা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুঃখগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে তাকওয়ার পোষাক পরিধান করাবেন, **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতের

পোষাকের মধ্যে হতে দু'টি এমন পোষাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য (সারা) দুনিয়াও হতে পারে না। (মু'জামু আওসাত, ৬/৪২৯, হাদীস নং-৯২৯২) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে মঙ্গল কামনাকারী বানান এবং মঙ্গল কামনার মানসিকতা দান করে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততা নসীব করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## মেহমানদারীর সুন্নাত ও আদব

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর রিসালা **"কবরের পরীক্ষা"** থেকে মেহমানদারী সম্পর্কে কিছু টিপস শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করছি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: "যে (ব্যক্তি) **আল্লাহ** এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত মেহমানকে সম্মান করা।" (বুখারী, ৪/১০৫, হাদীস নং- ৬০১৮) প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: মেহমানের সম্মান হলো; তার সাথে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাৎ করবে, তার জন্য খাবার এবং অন্যান্য খেদমতের ব্যবস্থা করবে, যথাসম্ভব নিজের হাতে তার সেবা করবে। (মিরআত, ৬/৫২) (২) "যখন কোন মেহমান কারো কাছে আসে তখন নিজের রিযিক (সাথে) নিয়ে আসে আর তার কাছ থেকে চলে যায় তখন ঘরের মালিকের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকে।" (কানযুল উম্মাল, ৯/১০৭, হাদীস- ২৫৮৩১)

### ঘোষণা

মেহমানদারীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)**

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)